

মা সীতাকে অপহরণ

মা সীতাকে অপহরণ করে রাবণ যখন শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিল তখন পুষ্পক বমিনের পথ কী ছিল?

রাবণ পঞ্চবটি (নাসিক, মহারাষ্ট্র) থেকে মা সীতাকে অপহরণ করে পুষ্পক বমিনে হাম্পি (কর্ণাটক), লপোক্ষী (অন্ধ্রপ্রদেশ) হয়ে শ্রীলঙ্কায়

পৌঁছেছিলেন। আশ্চর্য লাগে যখন আমরা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দেখি যে নাসিক, হাম্পি, লপোক্ষী এবং শ্রীলঙ্কা একটি সরলরৈখিক পথে রয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চবটি থেকে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে ছোট পথ এটি। বাল্মীকিসীতার অপহরণের জন্য শুধুমাত্র সেই স্থানগুলি উল্লেখ করেছেন যগুলি পুষ্পক বমিনের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সবচেয়ে সরাসরি পথ ছিল। পঞ্চবটি হল সেই জায়গা যেখানে ভগবান শ্রী রাম, মাতা জানকী এবং ভাই লক্ষ্মণ তাদের বনবাসের সময় বাস করতেন, এখানই শূরণখা এসে লক্ষ্মণকে বধি করার জন্য উপদ্রব শুরু করেন। বাধ্য হয়ে লক্ষ্মণ শূরণখার নাক কটে দেন। এবং আজ আমরা এই জায়গাটিকে নাসিক (মহারাষ্ট্র) হিসাবে জানি ,

পুষ্পক বমিনের কাছে গিয়ে সীতাজি দেখতে পেলেন পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকা কছু বানর কটাহলীভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন সীতা তার কাপড়ের গোড়া ছিঁড়ে তাকে তার কঙ্কন বঁধে নীচে ফেলে দেন, যাকে রামকে খুঁজে পতে সাহায্য করা যায়। সীতাজী যে জায়গায় এই অলঙ্কারগুলি ঐ বানরদের নিক্ষেপ করেছিলেন সেটি হল 'ঋষ্মুক পর্বত' যা বর্তমান হাম্পিতে (কর্ণাটক) অবস্থিত। এর পর... জটায়ু, সীতাজীকে কাঁদতে দেখে, দেখে যে কছু রাক্ষস জোর করে একজন মহিলাকে তার বমিনে নিয়ে যাচ্ছে। জটায়ু সীতাকে উদ্ধার করতে রাবণের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। রাবণ তলোয়ার দিয়ে জটায়ুর ডানা কটে ফেলল। এরপর সীতার সন্ধানে রাম ও লক্ষ্মণ এলে প্রথমে দূর থেকে জটায়ুকে সম্বোধন করেন 'হে পাখি'। আর সেই জায়গার নাম দক্ষিণে ভাষায় 'লপোক্ষী' (অন্ধ্রপ্রদেশ)।, পঞ্চবতী---হাম্পি---লপোক্ষী---শ্রীলঙ্কা। সোজা পথ - সবচেয়ে ছোট পথ।

এটাই মহর্ষি বাল্মীকির লেখা প্রকৃত ইতিহাস। যার সব বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজ পাওয়া যাচ্ছে।

